



ତିଉ ଥିଯେଟାରେ
ନିବେଦନ —

ଦେଖେଇ ସାହିତ୍ୟ

দেশের মাটি : চরিত্র

অশোক	ছই বছু	সায়গল
অজয়		হর্ণাদাম বন্দ্যোপাধ্যায়
শশীধর	অজয়ের পিসতুতো ভাই	ইন্দু মুখাজ্জি
কুঞ্জ	...	কৃষ্ণচন্দ্র দে
ভাক্তাৰ	...	শাম লাহা
উকিল	অশোকের তিনি বছু	পঙ্কজ মলিক
ব্যবসায়ী		ভামু ব্যান্ডাজ্জি
ষষ্ঠীচৰণ	...	অহি সাজাল
নাহেব	...	টোনা রায়
যথ চক্ৰবৰ্তী	...	অমুর মলিক
অৱশা	অজয়ের ভগিনী	চন্দ্ৰাবতী
গোৱা	কুঞ্জের কন্যা	উমা দেবী

পরিচালনা, চিত্ৰশিল্প, চিত্ৰনাট্য : নীতীন বসু

শুভবজ্ঞা : মুকুল বসু

সুবৰ্ণশিল্পী : পঙ্কজ মলিক

সম্পাদনা : রবোধ মিত্র

রসায়নাগার অধ্যক্ষ : রবোধ গাঙ্গুলী

ব্যবস্থাপক : পি, এন, রায়

সেটিং : অৰ্জুন রায়, সৌরেন সেন,

পি, এন, রায়

কাহিনী : বিনয় চাটার্জি, শৈলজানন্দ মুখাজ্জি, সুধীর সেন, নীতীন বসু

সহঃ পরিচালক : সুধীর সেন

সহঃ সুবৰ্ণশিল্পী : হিরণ্যসন্ধ দাস

সন্তোষ রচনা : অজয় ভট্টাচার্য

সহকাৰিগণ :

চিত্ৰ-শিল্প : দিলীপ শৰ্ম্ম, অম্বুজ মুখাজ্জি, কেষ্ট হালদার, ঘোষ দত্ত এবং যথ ব্যানাজ্জি

শব্দ-ব্যক্তি : অৱিনেশ চ্যাটার্জি; সেট-পরিকল্পনা : অনাথ মৈত্র, পুলিন ঘোষ

ব্যবস্থাপনা : অগিত লাহিড়ী। ধাৰা-ৰক্ষী : জোয়াদ হোসেন

বৈজ্ঞানিক কৃষিযোগী দ্বাৰা সহায়া কৰাৰ জন্ম মেসোর্স উইলিয়াম অ্যাকস লি:

এবং মেসোর্স জেসপ আও কোং লিমিটেডের নিকট আমদানেৰ

আস্তুরিক ধৰণৰ জ্ঞাপন কৰিতেছি

‘দেশের মাটি’ চিত্ৰেৰ রেকডিং—বি-এ-এফ সাউণ্ড সিষ্টেমে হইয়াছে

পুৰুলৰপুৰ গ্ৰামেৰ কুঞ্জ ঠাকুৰ অৰু—অবহাৰ মন নৰ।

পুৰুলৰপুৰ গ্ৰামেৰ কুঞ্জ ঠাকুৰ অৰু—অবহাৰ মন নৰ।

গোৱীৰ বহম হয়েছে।

পঞ্জী গ্ৰামে এত বড় বয়স পৰ্যন্ত মুন্দৰী মেয়েকে অবিবাহিত।

ৱাখা শুধু অপৰাধ নৰ—পাপ। তাই গ্ৰামেৰ সমাজে কুঞ্জ

ঠাকুৰকে একবৰে কৰলৈ। যথ চক্ৰবৰ্তী

হ'লেন এই সমাজেৰ মাথা।

যথ হিৰ ক'ৰলেন—কুঞ্জ ঠাকুৰেৰ

জনিতে কেউ লাঙলু দেবে না।

এবিকে বলকান্তাৰ অজয় আৱ

অশোক—ছই অস্তৱ বছু। ওদেৱ

বছুত আইশেৰ।

অজয়' বড়লোক, অশোক গৱীৰ।

কে কি কাজ ক'ৰবে—সম্প্রতি এই নিয়ে তাদেৱ মধ্যে মতৈধৈ ঘটলো।

বছু অজয় বললৈ, ‘ঢাখ অশোক, এটা হচ্ছে যন্ত্ৰে যুগ। চল আমৰা

ছ'জনে বিলেত থেকে এই সব কিছু শিখে আসি। তাতে নিজেদেৱ উত্তি

তো হবেই—আৱ দশজনেৰও কাজে লাগবো।’

অশোক তাতে রাজী নৰ—মে বলে, ‘কিষ্ট ভাই, আমাৰ বিশ্বাস, বৰ্তমানে

কৃষিকাথাই আমাদেৱ প্ৰধান কাৰ্যা।’

জ্ঞয় সে-কথা শুনতে চায় না। ছই বছুতে বিলেত থাবে, যাবাৰ যা-কিছু

আয়োজন সে ক'ৰে ফেলেছে।

অজয়েৰ বাড়ীতে আছে সে নিজে, তাৰ এক অবিবাহিত যুৱতী

ভাগিনী অৱশা, তাৰ এক পিসতুতো ভাই শশীধৰ, আৱ তাৰ বাপেৰ আমলেৰ

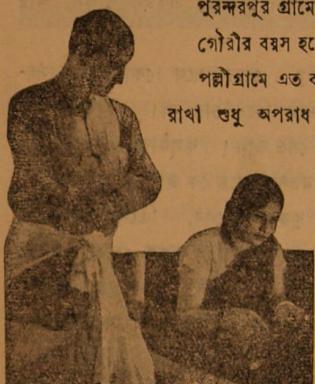
নাহেব-মশাই।

ছই বছুতে বিলেত থাবে, আজ তাদেৱ আনন্দেৱ দিন। কিষ্ট সব আনন্দ

দেশেৰ মাটি

১

দেশেৰ মাটি



অশোক দিলে মাটি ক'রে। এসেই বল্লে, বিলেত দে যাবে না, দূরের কোনও গ্রামে গিয়ে বেমন ক'রে হোক চায় করবে।

* * *

শেষ পর্যন্ত করলো তাই। কুবির ওপর অশোকের যে প্রচণ্ড বিশ্বাস— তাকেই সহল ক'রে অশোক গিয়ে হাজির হ'লো পুরন্ধরপুর গ্রামে। তার সঙ্গে গেল আরও তিন জন বদ্ধ। একজন ডাঙ্কার, একজন উকিল, আর একজন ‘ব্যবসায়ির’।

চায় ত' করবে, কিন্তু জমি দেবে কে? ওবের সঙ্গে কোনরকমের সহ-যোগীতা যছুর মতে অবাহুনোৱ। কেউ জমি দিতে চায় না। অনাবাদী জমি—বেমন পড়ে আছে তেমনি পড়ে থাকবে মেও ভাল! কল্কাতা থেকে এসেছে ওরা—শহরের লোক—ভেতরে ভেতরে কি মতলব আছে কে জানে?

অশোক এলো কুঞ্জের কাছে। কুঞ্জ বললেন, ‘এসো তোমরা, আমি জমি দেবো। জমি দেবো, গরু দেবো, লাঙ্গু দেবো, থাকতে দেবো।’

কুঞ্জ ঠাকুর এও বললেন, ‘ভিন্নগা থেকে মজুর আনিয়ে চায় করাতে হবে। নিজের হাতে তোমরা পারবে না।’

অথচ ভিন্নগা থেকে মজুর আনিয়ে চায় করতে হ'লে অনেক টাকা চাই।

অশোক কল্কাতায় এলো টাকার স্ফুরন। অজয় তখন বিলেত চ'লে গেছে। তার সঙ্গে দেখা হ'লো না। অরুণ ত'কে টাকা দিতে চাইলৈ। কিন্তু অনুগ্রাম কাছ থেকে টাকা নিতে তার লজ্জা হ'লো। টাকা মে নিলে না।

অরুণ তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলৈ, অশোককে তার টাকা নিতেই হবে। শৈশবের হাত দিয়ে টাকা সে পাঠিয়ে দিলে লুকিবে। টাকা কে দিয়েছে, শৈশবকে মে কথা বলতে নিয়ে ক'রে দিলৈ।

এবিকে অশোককে লুকিয়ে লুকিয়ে সাহায্য করলৈ অরুণা, ওদিকে গৌরীও দেখা গেল অশোককে তার সাহায্য করতে চায়, কাউকে কিছু না জানিয়ে।



দেশের মাটি



তবে কি অসুস্থি ও গৌরী হ'জনেই অশোককে ভালবাসে?

এদিকে গৌরীর ব্যাপারটা কেমন করে না-জানি যছু চকোতি আলাঙ্গে টের পেয়েছে।

এই নিয়ে একদিন যছু প্রকাশ মজলিসে কুঞ্জ ঠাকুরকে যৎপরোন্নাস্তি

অপমান করলেন। আর শুধু কুঞ্জকে অপমান করেই তিনি ক্ষান্ত হ'লেন না—অশোকদের কাজের ক্ষতি করবার জন্মেও যত্ন হয়ে উঠলেন।

একদিন বাতে যছু এলেন কুঞ্জকে। উদ্দেশ্য সমস্ত ফসল নষ্ট ক'রে দিতে হবে। কিন্তু কাজে অগ্রসর হ'য়েই যছু হঠাৎ বাধা পেলেন। যা ঘটেছিলো তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—সীমা তিনি পেরিয়ে গেছেন ব'লে— তাঁর বিবেক আজ আর শুষ্টি থাকতে রাখী হলো না। যদ্র সঙ্গে বৃহত্তর যছুর পরিচয় হলো। যছুর চোখে জল এলো।.....

অশোকদের প্রাণ্যাপত পরিশ্রম আর একাগ্র নিটার গুণে কুঞ্জ ঠাকুরের সমস্ত মাঠ একেবারে ধানে ধানে ভ'রে গেছে।

অপর্যাপ্য পাকা ধান ছিড়িয়ে রয়েছে কুঞ্জ ঠাকুরের মাঠে। এত ধান যে, অশোকেরা কেটে শেষ ক'রে উঠতে পারছে না।

আর ঠিক সেই সময়েই এলো দৈবের বিভূতি! সারা আকাশ মেঘে মেঘে ছেঁয়ে ফেললৈ। এক পশ্চাৎ বৃষ্টি হ'লৈ সর্বনাশ! মাঠের ধান মাঠেই থেকে যাবে।

অশোকের দুর্ভাবনার আর অন্ত নেই।

কিন্তু অকস্মাৎ শৈশব তাকে বীচালে সে-হৃত্তাবনা থেকে।

কলকাতা থেকে হঠাৎ মে একদিন একটা প্রকাণ্ড ‘ট্রাক্টার’ নিয়ে এসে হাজির!

কিন্তু হতভাগ টাকা পেলে কোথায়?

অশোককে বললে, ‘মে-মব জেনে তোম'র দুরকার নেই। তবে অরুণার কাছ থেকে আনিনি—এইটুই শুধু জেনে রাখো।’

এতদিনে সমস্ত গ্রামের লোক বৃত্তে পারলৈ—অশোকের সঙ্গে যোগ না

দেশের মাটি

৩

দিয়ে তারা ভুল করেছে। এবার তারা মনে মনে বোগ দিতে লাগলো। সমস্ত গ্রামের লোক এক হয়ে গেছে। খণ্ড খণ্ড জমির আল ভেঙে দেওয়া হচ্ছে।

সুবিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে উপর এবারু 'ট্রাক্টার' চলবে। গ্রামে যেন উৎসব মুক্ত হচ্ছে। গ্রামের আবাস-বৃক্ষ-বনিতা এসে ঝড়ে হচ্ছে ক্ষেত্রে ধৰে। বৈত্যের মত মেশিন চলছে সব একাকার ক'রে নিয়ে।

অজয় ক্রিয়ে এলো বিলেত থেকে! তাড়াতাড়ি ক্রিয়ে আসবার কারণ—সে ঠিক করেছে দেশে ক্রিয়েই নতুন ধরণের একটি কোলিয়ারী কুরবে। বোরিং রিপোর্টে একটা আয়গায়ে সে প্রথম শ্রেণীর কুলান সকান পেষেছিল।

কিন্তু এসেই শুন্লে, ঠিক সেই জাহাঙ্গাতেই চাষ করছে তার বক্ষ অশোক।

কোলিয়ারী তৈরী করবার কলনা তাকে পরিত্যাগ করতে হ'লো।

চাষ করতে গিয়ে অশোক কৃতকার্য হচ্ছে শুনে অজয়ের আমন্দের আর সীমা রইলো না। অজয় জান্তো—অঙ্গণ অশোককে ভালবাসে।

অজয় নিজে গেল পুরন্দরপুরে—অশোকের কাজ দেখতে, বক্ষকে তার অস্ত্রের অভিনন্দন জানতে। কিন্তু গিয়ে যা শুন্লে তাতে তার মনের সমস্ত আনন্দ গেল এক নিমেষেই অস্তিত্ব হ'য়ে।

অশোক নিজে বললে, 'গোরীকে ভাই আমি ভালবেসে ফেলেছি। ওকেই আমি বিয়ে করব।'

অজয় নির্মলভাবে আহত হ'য়েও কিন্তু অশোককে তা সে জানতে দিলে না।

জমির চাষ হ'য়ে গেছে। ধানের বীজ ছড়ানো হোলো। কিন্তু বৃষ্টি নেই। গ্রামবাসী ভয়ে সন্তুষ্ট হ'য়ে উঠলো।

ক্রমে পুরুরের জল গেল শুরুবে। মাঠের মাটি ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল। অশোক শৃঙ্খলের শরণাপন হ'লো। কোনোরকমে যদি মে একটা 'টিউব ওয়েল' সংগ্রহ করতে পারে।

গ্রামের শোকজন অশোকের কাছে এমে কাঁদতে থাকে। বলে, 'কি হবে কর্তা? এ তুমি কি করুলে? আমাদের হ'এক বিয়ে জমি ছিল, এখান-ওখান থেকে খানাড়োবার জল ছেঁচে কোনোরকমে মাটি ভিজিয়ে চাষ করতাম, কিন্তু এখন আর তারও উপায় নেই, সব একাকার ক'রে একেবারে পেঁচায় কাও ক'রে কেলেছ, এখন আর সিনি-ছনির কর্ম নয়।'

শৃঙ্খল কল্কাতায় গেল কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরে এলো। 'টিউব ওয়েলের' টাকা সে সংগ্রহ করতে পারেনি।

কোলিয়ারী করবার যে পরিকল্পনা অজয় একদিন পরিত্যাগ করেছিল, আজ আবার প্রতিজ্ঞা ক'রে বস্লো, কোলিয়ারী মে করবেই। অজয় এলো তার প্রচুর অর্থ আর প্রোলাভন নিয়ে চাষের জমি কিনে ফেলতে।

অশোকের নিয়েধ-বারং কেট শুনলে না। তাকে ছেড়ে দিয়ে সকলেই ছুটলো অজয়ের কাছে জমিমাল বিক্রী করুবার জন্মে।

অজয়ের সঙ্গে করুণা ও এসেছিল পুরন্দরপুরে।

অশোক দেখা করতে গেল অজয়ের তীবৃতে। বলতে গেল—চাষের কাজ তার বক্ষ হ'য়ে গেছে।

এমন সময় এলো বৃষ্টি! ঘে-বৃষ্টির প্রতীক্ষায় এতগুলি মাঝুষ বদেছিল, সেই বৃষ্টি নাম্বলো—আকাশ অন্ধকার ক'রে! বর্ষনের ধারা ভগ্নবানের আশীর্বাদের মত উত্তপ্ত ধরিত্বার বৃক্তে নেমে এলো।

কিন্তু মাঝুষ? মাঝুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা?

অঙ্গনার বাকি কি হ'লো? গৌরীর? অশোকের ক্ষয়িকার্য? —যার জন্মে এতদিন ধ'রে প্রাণপাত পরিশ্রম করুলে? সবই কি গেল ব্যার্থ হ'য়ে?

গান

(১)

মোর চোখে ঘরে জল
আকাশ কাঁদিছে তাই
নিবিল প্রদীপ মম
তাই কি টানিমা নাই।

(২)

আমি ফুল হয়ে ফুলবনে
করিব খেলা
চাদ হয়ে মাদা মেদে
ভাঙ্গাবো ভেলা
হাথালের হাতে আমি
হব রে বেগু।

হয়ে হয়ে রাঙাইয়ে
গোধুলি-রেণু।
রামধনু হব আমি
বাদল-মেঘে
আকাশের মুক্ত আশ।
জাগাৰ জেপে
আধাৰে আধাৰ আমি
আলোতে আলো,
কে আছে ইজুন হোৱে
বাসিবে ভালো।
বহুকলী কলশিখ
কে তুমি উজ্জল
পৱাণে পৱাণ তুমি
লীলার কমল।

(৩)

ছায়াঘেরা ও পল্লী ডাকিছে মাঝের মতন করে,
সোনার শিকল ফেলে দিয়ে আয় শীতল
মেহের ঘরে ॥

(৪)

শেষ হলো তোর অভিধান,
ইরা ফলে সোনার পাছে
হরিৎ-সংগ্রহ ভুলায় প্রাণ ।
আজ দেবতার আশীর্ণ-ধারা
কৌস হ'য়ে দিল মাড়া
আপন হ'তে বাহির হ'য়ে
বাহিরকে তুই ঘরে আন ।
দিগন্তে ঈ আকাশ নামে
মাটির পায়ের পরশ ছিতে,
বাতাস আনে চন্দন-বাস
শ্রান্ত হনুম ভ'রে দিতে ।
কত আশা কত ব্যথা
ধানের শীষে ফুটলো হেথে
ধূলায় গড়িস ইল্লপুরী
তোরাই যে আজ ভগবান ।

(৫)

নৃতনের ষপল দেখি বারে বারে
বে এলো ছড়িয়ে আশা, ভালবাসা,
তোরা কি চিনিম তারে ?
চুলিছে ফুলের নিশান দিকে দিকে,
আধাৰে চাঁদের লেখা কে দেয় লিখে ?
উজল আকাশ চিনতে খারে আপনারে ।
যে বাঁধল ছিল ধিরে,]
মে কি আজ গেল ছিঁড়ে,
ঝাঁচার পাথী ঝাঁচা ভেঙ্গে,
অসীমকে আই পেল কিরে ।
নিজেরে ধূলি ক'রে বিলাই শুধে
সকলের চরণ-চিহ্ন ধরি বুকে,
আনন্দ আজ দিল ধরা
ব্যথার অঞ্চল নদী পারে ॥

(৬)

বাধিরু মিছে ঘর
তুলের বালু চরে,
উজ্জ্বল ধারা আসি'
ভাঙ্গিল চিরতরে ।

যে তরু পেল প্রাণ

আমাৰ আঁধি জলে
মে কিৱে সঁজিবে লা

মধুর ফুল-ফলে ?
হনুম দিব যাবে

মে বুৰি যাবে স'রে ।
হেৱিতে হাসি-যার

বাশগী গাহে মম
মে কেন দুহে মোৰে

অলন-আলা সম ?
যা কিছু গড়ি হথে

সকলি ব্যথা বুৰি
আলেয়া হেৱি শুধু

আলোক যবে খুজি ;
আজিকে শেষ খেয়া

একাকী বাহিৰ রে ॥

(৭)

আবাৰ যে রে রং ফিরেছ ধূলাৰ ধৰণীতে
শুনবি তোৱা গান
শুকনো শাখা সুবজ হলো কোমল কিশলয়ে
এ বে মাটিৰ দান ।
ভুল কৰে যে কাটাৰ ব্যথা দিল আজি মোৰে
তাৱেই দিব ফুল
যে ভেঙ্গেছ গানেৰ বীণা, গান শুনাবো তারে
ভাঙ্গবো তাহাৰ ভুল,
হথেৰ মঞ্চযামে এলো ফাণন দিনেৰ আশা
এলো বনেৰ ভালবাসা,
এলো আসন্দেৱাই বান ।
শুনবি তোৱা গান ।
যে বাতি-আজ উঠ'লো ছ'লে মেকি
অমু হ'য়ে,

জলবে চিৱকাল ?

তুকাম যদি আসেই ভোলা, টুটিবে সায়ৰ মাখে
মহুৱপঞ্জি-পাল ।

পারেৰ দেখা পাসনি আজো হাল ধ'রে
ভাই ক'ষে
টানুৰে জোৱে টান ।

১৭২নং ধৰ্মতলা। প্লিট, নিউ থিউটোর্সের পক্ষ হইতে শ্রীহেমন্তকুমাৰ চট্টাপাধ্যায় কৰ্তৃক
সম্পাদিত ও শ্রীপত্নী চন্দ্ৰ মন্ত কৰ্তৃক প্ৰকাশিত। শ্রীকৃষ্ণ প্ৰিণ্টিং ওৱাৰ্কস,
২৭বি, গ্রে প্রেস্ট, কলিকাতা। হইতে শ্রীদেবেন্দ্ৰনাথ শীল কৰ্তৃক মুদ্ৰিত।

Released: 17-8-1938



তিউ ধিয়েটাসের
নিবেদন —

দেশের শার্ট

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

কল্পনা-মাটি



নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড

১৭২, ধৰ্মতলা প্রাট : : : : কলিকাতা

দেশের মাটি : চরিত্র

অশোক		সারগল
অজয়	{ দুই বছু	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
শশধর	অজয়ের পিস্তুতো ভাই	ইন্দু মুখাজ্জি
কুঞ্জ		কুষচঙ্গ দে
ডাক্তার	{ অশোকের তিন বছু	শাম লাহা
উকিল		পদ্মজ মল্লিক
ব্যবসায়ী		ভাই বানান্ড্জি
বটচরণ		অহি সাত্তাল
নায়েব		টোনা রায়
যদু চক্ৰবৰ্তী		অমুর মল্লিক
অরণ	অজয়ের ভগিনী	চন্দ্রাবী
গৌরী	কুঞ্জের কন্যা	উমা দেবী

পরিচালনা, চিত্ৰশিল্প, চিত্ৰনাট্য : বীতীন বসু

শব্দবন্ধী : মুকুল বসু	সুরশিল্পী : পদ্মজ মল্লিক
সম্পাদনা : হৃবোধ মিত্র	রসায়নাগার অধ্যক্ষ : হৃবোধ পাঞ্চলী
ব্যবসাপক : পি, এন, রায়	সেটিং : অর্জুন রায়, সৌরেন সেন,
	পি, এন, রায়
কাহিনী : বিনয় চাটাজ্জি, শৈলজানন্দ মুখাজ্জি, শুধীর সেন, বীতীন বসু	সহ : সুরশিল্পী : হরিপুরন দাস
সহ : পরিচালক : শুধীর সেন	
সঙ্গীত রচনা : অজয় ভট্টাচার্য	
সঙ্গীত গান : অস্তুকারিগণ	

চিত্ৰশিল্পী : দিলীপ গুপ্ত, অমুলা মুখাজ্জি এবং কেষ্ট হালদাস, যোগী দত্ত, যদু বানান্ড্জি
শব্দবন্ধী : অরণবিন্দ চাটাজ্জি ; সেটিং-পরিকল্পনায় : কুমাখ মৈতৈ, পুলিম দোষ

ব্যবসায়ীয় : অজিত লাহিড়ী || ধাৰা-ৱক্ষী : জোয়াদ হোসেল

বৈজ্ঞানিক কৃষিযোগাদি-দারা সাহায্য কৰাৰ জন্য মেসার্স উইলিয়াম জ্যাকসন লিঃ
এবং মেসার্স জেসপ এণ্ড কোং লিমিটেডেৰ নিকট আমাদেৱ
আন্তৰিক ধ্যবাদ জ্ঞাপন কৰিতেছি

'দেশের মাটি' চিত্ৰেৰ রেকড়িং—বি-এ-এফ স্টেশন সিঁড়ীমে হইয়াছে

দেশের মাটি

পুৰন্দৰপুৰ গ্রামেৰ কুঞ্জ ঠাকুৰ অক্ষ—অবস্থা মন্দ নয়। ধানেৰ জমি
আছে, গাই আছে, গুৰু আছে,—বাড়ী ঘৰদোৱাৰ কিছুই অভাৱ নেই। অভাৱ
শুধু মাহুবৈৰ। স্তৰ নেই, পুত্ৰ নেই, আছে শুধু শুনৰী এক কথা—গৌৰী।

গৌৱীৰ বয়স হয়েছে। অৰ্থাৎ পঞ্জীগামে ঠিক যে-বয়েসে সাধাৱণতঃ
মেয়েদেৱ বিয়ে দেওয়া হয়, সে-বয়েস তাৰ পেৰিয়ে গৈছে।

পঞ্জীগামে এত বড় বয়স পৰ্যন্ত শুনৰী মেয়েকে অবিবাহিতা রাখা শুধু
অপৰাধ নয়—পাপ ! তাই গ্রামেৰ সমাজ কুঞ্জ ঠাকুৰকে একঘৰে কৱলে।
যদু চক্ৰবৰ্তী হ'লেন এই সমাজেৰ মাথা।

যদু হিৱ ক'ৰলেন—কুঞ্জ ঠাকুৰেৰ জমিতে কেউ লাঙল দেবে না। এৱ
বিৰুদ্ধে বলবাৱাৰ কিছুই নেই। কাৰণ সমস্ত গ্রামেৰ লোক যদুৰ ভয়ে সন্তুষ্ট।
সবাই তাৰ কাছে টাকা ধাৰে।

* * * *



এদিকে কলকাতায় অজয় আৰ অশোক—হই অন্তরঙ্গ বস্তু। ওদেৱ বস্তুত্ব
আঁশেৰ।

অজয় বড়লোক, অশোক গৱীৰ। কে কি কাজ ক'ৰবে—সম্পত্তি এই
নিয়ে তাদেৱ মধ্যে মতভৈধ ঘটলো।

বস্তু অজয় বললে, ‘গ্যাখ্ অশোক, এটা হচ্ছে যষ্টেৱ যুগ। চল্ল আমৰা
ছ'জনে বিলেত থেকে এই-সব কিছু শিখে আগি। তাতে নিজেদেৱ উন্নতি
তো হবেই—আৱ দশজনেৱও কাজে লাগবো।’

অশোক তাতে রাজী নহয়—সে বলে, ‘কিন্তু তাই, আমাৰ বিধাস, বৰ্তমানে
কুমিকাৰ্য্যাই আমাদেৱ প্ৰধান কাৰ্য্য।’

অজয় সে-কথা শুনতে চায় না। হই বস্তুতে বিলেত যাবে, যাৰাৰ যা-
কিছু আঘোজন সে কৰে’ ফেলেছে।



দেশেৱ মাটি

অজয়েৱ বাড়ীতে আছে মাৰ্ত্ৰি সে নিজেৰ, তাৰ এক অবিবাহিতা যুবতী
তণিনী অৱলা, তাৰ এক পিস্তুতো ভাই শশৰ, আৱ তাৰ বাপেৱ আমলেৱ
নায়েৰ-মশাই।

বৰ্ষাকাল। বৰ্ম-বৰ্ম কৱে’ বৃষ্টি নেমেছে। অজয়, অৱলা, শশৰ আৱ
নায়েৱ মশাই—চাৱজনে অধীৰ আগাহে অপেক্ষা কৱছে অশোকেৱ জন্মে।
অনেকক্ষণ পৱে বৃষ্টিতে ভিজ্জতে গান গাইতে গাইতে অশোক
এলো।



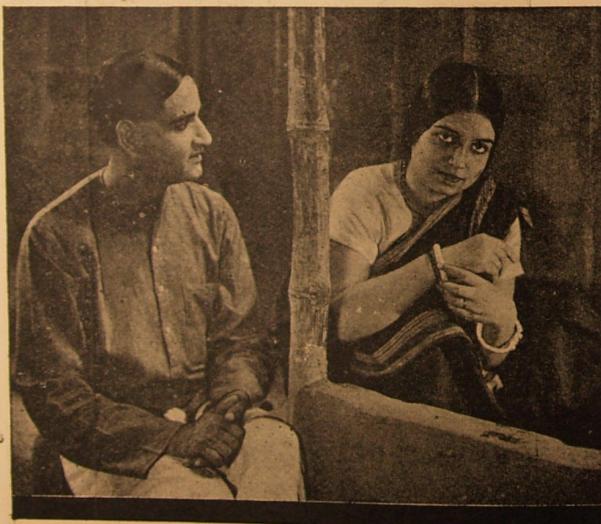
দেশেৱ মাটি

চুই বছতে বিলেত যাবে, আজ তাদের আনন্দের দিন। কিন্তু সব
আনন্দ অশোক দিলে মাটি করে'। এসেই বল্লে, বিলেত সে যাবে না,
দূরের কোনও গ্রামে গিয়ে যেমন করে' হোক চামের কাজ করবে।

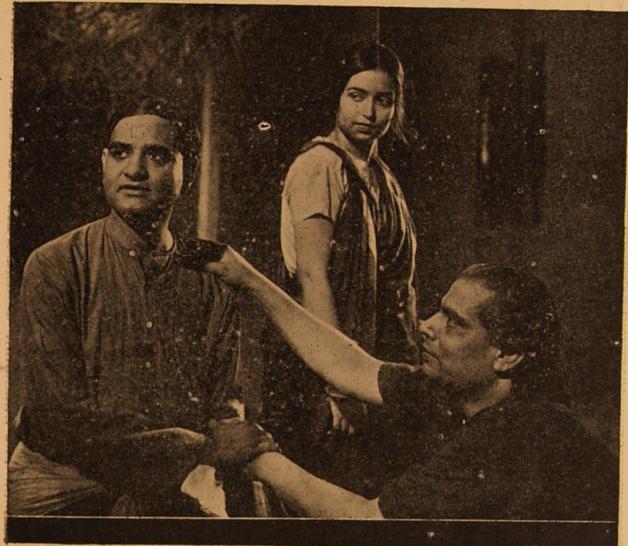
* * * *

শেষ পর্যন্ত করলেও তাই। কৃষির ওপর অশোকের যে প্রচণ্ড বিশ্বাস—
তাকেই প্রধান সঙ্গল ক'রে অশোক গিয়ে হাজির হ'লো পুরন্দরপুর গ্রামে।
তার সঙ্গে গেল আরও তিন জন বছ। একজন ডাক্তার, একজন উকিল, আর
একজন ব্যবসায়ার।

চাষ ত' করবে, কিন্তু জমি দেবে কে? ওদের সঙ্গে কোনরকমের সহ-
যোগিতা যদুর মতে অবাঞ্ছনীয়। কেউ জমি দিতে চায় না। অনাবাদী জমি
—যেমন পড়ে আছে তেমনি পড়ে থাকবে সেও ভালো। কল্কাতা খেকে



দেশের মাটি



এসেছে ওরা—শহরের লোক—ভেতরে ভেতরে কি মতলব যে আছে তাই-বা
কে জানে?

কিন্তু তা'তে কুঞ্জ ঠাকুরের ভাল হ'লো। ওরা এলো কুঞ্জ কাছে। কুঞ্জ
বললেন, ‘এসো তোমরা, আমি জমি দেবো। জমি দেবো, গরু দেবো,
লাঙল দেবো, থাকতে দেবো।’

এদিকে সবাই ওরা আনাড়ি। ভেবেছিল বুবি নিজের হাতে চাষ করা
খুবই সহজ, কিন্তু লাঙল ধরতে গিয়ে সবাই মিলে একটা হাস্তকর ব্যাপার
করে' তুল্লে। যছ চকোত্তির লোকেরা হাসাহাসি করতে লাগলো।

কুঞ্জ ঠাকুর বললেন, ‘ভিন্গা খেকে মজুর আনিয়ে চাষ করাতে হবে।
নিজের হাতে তোমরা পারবে না।’

অথচ ভিন্গা খেকে মজুর আনিয়ে চাষ করতে হ'লে অনেক টাকা চাই।

অশোক কল্কাতায় এলো টাকার সন্ধানে। অজয় তখন বিলেত

চ'লে গেছে। তার সঙ্গে দেখা হ'লো না। অঙ্গণ তাঁকে টাকা দিতে চাইলৈ। কিন্তু অঙ্গণৰ কাছ থেকে টাকা নিতে তার লজ্জা হ'লো। টাকা সে নিলো না।

অঙ্গণ তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলৈ, অশোককে তার টাকা নিতেই হবে। শশধরের হাত দিয়ে টাকা সে পাঠিরে দিলৈ লুকিয়ে। টাকা কে দিয়েছে, শশধরকে সে কথা বলতে নিষেধ করে' দিলৈ।



দেশের মাটি



এদিকে অশোককে লুকিয়ে সাহায্য কৰলৈ অঙ্গণা, ওদিকে গৌরীও দেখা গেল অশোককে তার সাধ্যমত সাহায্য কৰতে চায়, কাউকে কিছু না জানিয়ে।

তবে কি অঙ্গণা ও গৌরী হ'জনেই অশোককে ভালবাসে ?

কিন্তু গৌরীর ব্যাপারটা কেমন করে' না-জানি যত্তে চকোতি আন্দাজে টের পেয়েছে।

এই নিয়ে একদিন যত্তে প্রকাশ মজলিসে কুঞ্জ ঠাকুরকে যৎপরোনাস্তি অপমান করলৈন। আর শুধু কুঞ্জকে অপমান করেই তিনি ক্ষান্ত হ'লৈন না—অশোকদের কাজের ক্ষতি করবার জয়েও ব্যস্ত হয়ে উঠলৈন।

কিন্তু ক্ষতি কৰব বলুলৈই কি মাঝবের ক্ষতি এত সহজে মাঝ্য কৰতে পারে ?

একদিন রাতে যছ এলেন কুঞ্জৰ ক্ষেতে। উদ্দেশ্য সমস্ত ফসল নষ্ট ক'রে দিতে হবে। কিন্তু কাজে অগ্রসর হ'য়েই যছ হঠাৎ বাধা পেলেন। যা ঘটেছিলো তাৰ সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—সীমা তিনি পেরিয়ে গেছেন ব'লে— কুঞ্জৰ বিবেক আজ আৱ সুপ থাকতে রাজি হলো না। যছৰ সঙ্গে বৃহত্তর যছৰ পরিচয় হলো। যছৰ চোখে জল এলো।

অশোকদেৱ গ্রামপাত্ৰ পৰিশ্ৰম আৱ একাগ্ৰ নিষ্ঠাৰ ওপে কুঞ্জ ঠাকুৱেৱ সমস্ত মাঠ একেবাৰে ধানে ধানে ভৱে' গেছে। আৱ ওদিকে যছৰ সঙ্গে যাবা যোগ দিবেছিলো ফসল বলতে তাদেৱ বিশেষ কিছুই হ'লো না।

অপৰ্যাপ্ত পাকা ধান ছড়িয়ে রয়েছে কুঞ্জ ঠাকুৱেৱ মাঠে। এত ধান যে অশোকেৱা কেটে শেষ কৰে' উঠতে পাৰছে না।

আৱ ঠিক সেই সময়েই এলো দৈবেৱ বিড়দমা ! সাবা আকাশ মেঘে যেযে ছেৱে ফেললো। এক পশ্চলা বৃষ্টি হ'লোই সৰ্বিনাশ ! মাঠেৱ ধান মাঠেই খেকে যাবে।

অশোকেৱ দুৰ্ভাবনাৰ আৱ অস্ত নেই।



দেশেৱ মাটি

কিন্তু অক্ষাৎ শশধৰ তাকে বাঁচালো সে-ছৰ্ভাৰনা থেকে।

কলকাতা থেকে হঠাৎ সে একদিন একটা প্ৰকাণ 'ট্ৰাক্টাৰ' নিয়ে এসে হাজিৰ !

কিন্তু হতভাগা টাকা পেলো কোথায় ?

অশোককে বললৈ, 'সে-সব জেনে তোমাৰ দৱকাৰ নেই। তবে অৱগাৰ কাছ থেকে আনিনি—এইটুকুই শুধু জেনে রাখো !'

অথচ আমৰা জানি, টাকা সে এনেছে অৱগাৰ কাছ থেকে। অৱগাৰ নিতাস্ত সংজোপনে অশোককে যেমন সব রকমে সাহায্য কৰে, আবাৰ তেমনি গোপনেই সে তাকে ভালবাসে। অশোককে কিছুই সে জানতে দেয় না।

এতদিনে সমস্ত গ্রামেৱ লোক বুৰতে পাৱলে—অশোকেৱ সঙ্গে যোগ না দিয়ে তাৰা ভুল কৰেছে। এবাৰ তাৰা দলে দলে যোগ দিতে লাগলো। সমস্ত গ্রামেৱ লোক এক হয়ে গেছে। খণ্ড খণ্ড জমিৰ আলু ভেড়ে দেওয়া হয়েছে।



দেশেৱ মাটি

স্বৰিষ্ঠত সমতল ক্ষেত্রের ওপর এবার 'ট্রাক্টার' চল্বে। গ্রামে যেন উৎসব
সুর হয়েছে। গ্রামের আবাল-বৃক্ষ-বনিতা এসে জড়ো হয়েছে ক্ষেত্রের ধারে।
দৈত্যের মত মেশিন চল্ছে সব একাকার করে' দিয়ে।

অজয় ফিরে এলো বিলেত থেকে! তাড়াতাড়ি ফিরে আসবার কারণ—
সে টিক করেছে দেশে ফিরেই নতুন ধরণের একটি কলিয়ারী কুরবে। বোরিং
রিপোর্ট একটা জায়গায় সে প্রথম শ্রেণীর কলার সন্দান পেয়েছিল।

কিন্তু এসেই শুনলে, টিক সেই জায়গাতেই চাষ করছে তার বৰু অশোক।
কলিয়ারী তৈরী করবার কলনা তাকে পরিত্যাগ করতে হ'লো।

চাষ করতে গিয়ে অশোক কৃতকার্য্য হয়েছে শুনে অজয়ের আনন্দের আর
সীমা রইলো না। ভবিষ্যতে অঙ্গুল সঙ্গে অশোকের বিষে দেবে—এই ছিল
তার অভিশাঙ্গ। অজয় জানতো—অঙ্গুল অশোককে ভালবাসে।

অজয় নিজে গেল পুরন্দরপুরে—অশোকের কাজ দেখতে, বৰুকে তার
অস্তরের অভিনন্দন জানাতে। কিন্তু গিয়ে যা শুনলে তাতে তার মনের সমস্ত
অনন্দ গেল এক নিমেষেই অস্তিত্ব হ'য়ে।



দেশের মাটি

অশোক নিজে বল্লে, 'গৌরীকে তাই আমি ভালবেসে ফেলেছি। ওকেই
আমি বিষে কৰ্ব।'

অজয় নিখিল ভাবে আহত হ'য়েও কিন্তু অশোককে তা সে জানতে
দিলে না।

জমির চাষ হয়ে গেছে। ধানের বীজ ছড়ানো হোলো। কিন্তু বৃষ্টি নেই।
গ্রামবাসী তারে সমস্ত হ'য়ে উঠ্টলো।

কুমে পুরুরের জল গেল শুকিয়ে। মাঠের মাটি ফেটে চৌচির হ'য়ে
গেল। বিজ্ঞান হার মানলো দৈবের কাছে।

অশোক শশধরের শরণাপন হ'লো। কোনোরকমে যদি সে একটা
'টিউব ওয়েল' সংগ্রহ করতে পারে! ছ' হাজার টাকা—ট্রাক্টারের জন্যে এত
এত টাকা সে সংগ্রহ করুলে, আর 'টিউব ওয়েলের' জন্যে ছ' হাজার টাকা
আন্তে পারবে না? খুব পারবে।

গ্রামের লোকজন অশোকের কাছে এসে কাদতে থাকে। বলে, 'কি
হবে কৰ্তা? এ তুমি কি করুলে? আমাদের হ'এক বিষে জমি ছিল,



দেশের মাটি



এখন-ওখান থেকে খানাড়োবার জল ছেঁচে কোনোরকমে মাটি ভিজিয়ে
চাষ করুতাম, কিন্তু এখন আর তারও উপায় নেই, সব একাকার করে'
একেবারে পেঁয়ায় কাও করে' ফেলেছ, এখন আর সিনি-হুনির কর্ম নয় !'

শৈশবের কল্কাতায় গেল কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরে এলো। 'টিউব ওয়েলের'
টাকা সে সংশ্লিষ্ট করতে পারেনি।

অরুণা টাকা দেবার চেষ্টা যে করেনি তা নয়। কিন্তু তার নিজের কাছে
যা-বিছু ছিল সবই সে দিয়ে ফেলেছে।

গ্রামের চাষীরা করলে বিদ্রোহ। বল্লে, 'এসো ! আমাদের জমির
'আল' আবার দেবে এসো !'

কলিয়ারী কর্বার যে পরিকল্পনা অজয় একদিন পরিত্যাগ করেছিল, আজ
আবার প্রতিজ্ঞা করে' বসলো, কলিয়ারী সে করবেই। একে গত বৎসর
গ্রামের লোকের ফসল বলতে কিছুই হয়নি, এ বৎসরও অনাবৃষ্টির জন্যে এখনও
পর্যাপ্ত চাবের কিছুই হ'লো না, পুরন্দরপুরের সমস্ত লোক তখন আসন্ন দুর্ভিক্ষের

জন্য চিন্তিত। এমন সময় অজয় এলো তার প্রচুর অর্থ আর প্রলোভন নিয়ে
চাবের জমি কিনে ফেলতে।

আশোকের নিষেধ-বারণ কেউ শুনলে না। তাকে ছেড়ে দিয়ে শকলেই
ছুটলো অজয়ের কাছে জমিজমা বিক্রী কর্বার জন্যে।

অজয়ের সঙ্গে অরুণা ও এসেছিল পুরন্দরপুরে।

অশোক দেখা করতে গেল অজয়ের তাঁবুতে। বলতে গেল—চাবের
কাজ তার বক্ষ হ'য়ে গেছে।

এমন সময় এলো বৃষ্টি ! বে-বৃষ্টির প্রতীক্ষায় এতগুলি মাঝুম বসেছিল,
সেই বৃষ্টি নামলো—আকাশ অন্ধকার করে ! অপর্যাপ্ত বর্ষণের ধারা
তগবানের আশীর্বাদের মত উত্তপ্ত ধরিত্রীর বুকে মেমে এলো !

ধরিত্রী শীতল হ'লো।



দেশের মাটি



কিন্তু মাঝে ? মাঝের আশা, আকাঙ্ক্ষা ?

অঙ্গুলারই বা কি-হ'লো ? গৌরীরই বা কি হ'লো ? অশোকের
কৃষিকার্য্য ? — যার জন্যে সে এতদিন ধরে' প্রাপ্ত পরিশ্রম করলে ! সবই
কি গেল ব্যর্থ হ'য়ে ?

পান

(১) মোর চোখে বারে জল
 আকাশ কাঁদিছে তাই।
 নিবিল প্রদীপ মম
 তাই কি ঠাঁদিমা নাই।

(২) আমি, ফুল হয়ে ফুলবনে
 করিব খেলা।
 চাঁদ হয়ে সাদা মেঘে
 ভাসাবো ভেলা।
 রাখালের হাতে আমি
 হব রে বেগু।
 সুরে সুরে রাঙ্গাইব
 গোধুলি-রেগু।

রামধনু হব আমি
 বাদল-মেঘে
 আকাশের বুকে আশি
 জাগাব জেগে
 আধারে আধার আমি
 আলোতে আলো,
 কে আছে শুজন মোরে
 বাসিবে ভালো।
 বহুকণ্ঠী রূপশিখ
 কে তুমি উজল
 পরাণে পরাণ তুমি
 লৌলার কমল !

(৩) ছায়াঘেরা ওই পল্লী ডাকিছে মায়ের মতন করে,
সোনার শিকল ফেলে দিয়ে আয় শীতল স্নেহের ঘরে ॥



১৬

দেশের মাটি

(৪)
শেষ হলো তোর অভিযান,
হীরা ফলে সোনার গাছে
হরিং-সাগর ভুলায় প্রাণ।
আজ দেবতার আশীর্য-ধারা
রৌপ্য হয়ে দিল সাড়া
আপন হতে বাহির হয়ে
বাহিরকে তুই ঘরে আন্।



দেশের মাটি

১৭

দিগন্তে ঈ আকাশ নামে
 মাটির মায়ের পরশ নিতে,
 বাতাস আনে চন্দন-বাস
 শ্রান্ত হৃদয় ভ'রে দিতে।
 কত আশা কত ব্যথা
 ধানের শীরে ফুটলো হেথা
 ধূলায় গড়িস্ক ইন্দ্রপুরী
 তোরাই যে আজ ভগবান।



(৫) নৃতনের স্বপন দেখি বারে বারে,
 যে এলো ছড়িয়ে আশা, ভালবাসা,
 তোরা কি চিনিস তারে ?
 তুলিছে ফুলের নিশান দিকে দিকে,
 আধাৰে চাঁদের লেখা কে দেয় লিখে ?
 উজল আকাশ চিন্তে নারে আপনারে।
 যে বাঁধন ছিল ঘিরে,
 সে কি আজ গোল ছিঁড়ে,
 খাঁচার পাথী খাঁচা ভেঙ্গে,
 অসীমকে আই পেল ফিরে।
 নিজেরে ধূলি ক'রে বিলাই স্থথে
 সকলের চৱণ-চিহ্ন ধরি বুকে,
 আনন্দ আজ দিল ধর।
 ব্যথার অশ্রু নদী পারে ॥



(৬)

বাঁধিমু মিছে ঘর
 ভুলের বালু চরে,
 উজান ধারা আসি’
 ভাঙ্গিল চিরতরে ।
 যে তক্ষ পেল’ প্রাণ
 আমার আঁখি জলে
 সে কিরে সাজিবে না
 মধুর ফুল-ফলে ?
 হৃদয় দিব যাবে
 সে বুঝি যাবে স’রে ।
 হেরিতে হাসি যাব
 বাঁশরী গাহে মম



২০

দেশের মাটি

সে কেন দহে মোরে

অনল-জালা সম ?

যা কিছু গাঢ়ি স্থথে

সকলি ব্যথা বুঝি

আলেয়া হেরি শুধু

আলোক যবে খুঁজি ;

আজিকে শেষ খেয়া

একাকী বাহিব রে ॥

(৭)

আবার যেরে রং ফিরেছে ধূলার ধরণীতে
 শুন্বি তোরা গান
 শুকনো শাখা সবুজ হলো কোমল কিশলয়ে
 এ যে মাটির দান ।
 ভুল করে যে কাঁটার ব্যথা দিল আঁজি মোরে
 তারেই দিব ফুল



দেশের মাটি

২১

যে ভেঙ্গেছে গানের বীগা, গান শুনাবো তারে
ভাঙ্গবো তাহার ভুল,
তথের মরমাবো এলো ফাণ্ডন দিনের আশা
এলো বনের ভালবাসা,
এলো আনন্দেরই বান।

শুনবি তোরা গান।
যে বাতি আজ উঠলো জ্বলে সেকি অমর হ'য়ে,
জ্বলবে চিরকাল ?
তুফান যদি আসেই ভোলা, টুটবে সায়র মাঝে
ময়ুর পঙ্গী-পাল।
পারের দেখা পাস্নি আজো হাল ধ'রে ভাই ক'য়ে
টান্঱ে জোরে টান।





শ্রীহেমস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
নিউ থিয়েটার্স লিঃ, ১৭২ নং, ধৰ্মতলা ফ্রাণ্ট, কলিকাতা,
হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। কালিকা প্ৰেস লিঃ, কলিকাতা হইতে
ত্ৰিশশ্বধৰ চক্ৰবৰ্তী কর্তৃক মুদ্রিত।